শিক্ষা

বিমল সরকার

সেশনজটের কবলে স্নাতক পাসকোর্স

দুই বছরের ডিগ্রি পাসকোর্সের মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষ থেকে তিন বছর করেছে। ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ডিগ্রি পাসকোর্সে চালু করা হয় সেমিস্টার সিস্টেম। তিন বছর মেয়াদি কোর্সের প্রথম টির পরীক্ষা হয় সনাতন পদ্ধতিতে, একসঙ্গে ১৪০০ নম্বরে। য় ব্যাচ থেকে (২০০২-২০০৩) সেমিস্টার সিস্টেম অনুযায়ী বর্ষে ৪০০, দ্বিতীয়বর্ষে ৬০০ এবং তৃতীয়বর্ষে ৪০০ অর্থাৎ বছরে শিক্ষার্থীদের মোট ১৪০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে । ইতিমধ্যে কয়েকটি ব্যাচের পরীক্ষা এভাবেই অনুষ্ঠিত ছে।

ণীয় বিষয় হল, কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং সেমিস্টার স্টেম চালু করার পর থেকে পাসকোর্সে সেশনজট বাড়তে তে প্রকট আকার ধারণ করেছে। গত তিন দশক ধরে র্সসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন এসএসসি ও এইচএসসি কোর্সে ানে সেশনজটের কোন বালাই নেই; ডিগ্রি স্তরের শিক্ষা ক্রম ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন াকালে বলতে গেলে কোন সেশনজট ছিল না (পাসকোর্সে) ানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পাসকোর্স বর্তমানে া দুই বছরের সেশনজট নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে!

শতকের ষাটের দশকে আইয়ুব-ইয়াহিয়া খানের জমানায় দালন-সংগ্রাম, অবরোধ-হরতাল কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও াদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার কোন স্তরে সেশনজট ছিল বলে া যায় না। মাঠে-ময়দানে, রাজপথে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিকে পালন করা হয়েছে ওইসব রাজনৈতিক কর্মসূচি, দিকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলেছে শিক্ষা ক্রম। রাজনৈতিক কর্মসূচি চলাকালে লেখাপড়ার একেবারেই ঘটেনি— এ কথা অবশ্য জোর দিয়ে বলা যাবে না। তবে এ ণে কখনও সেশনজটের সৃষ্টি হয়নি। সারা পূর্ব পাকিস্তানের কলেজগুলো এ সময় ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিদ্যালয়ের অধীন ছিল। আর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক -কলেজগুলো ছিল ৪টি শিক্ষা বোর্ডের অধীন। প্রচলিত থা অনুযায়ী সাধারণ মার্চ-এপ্রিল মাসে এসএসসি, এপ্রিল-মে এইচএসসি এবং জুন-জুলাই মাসে ডিগ্রি (পাস ও সাবসিডিয়ারি) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনতার পর স্বাভাবিকভাবেই একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের ব্যাপক প্রভাব আছড়ে পড়ে দেশটির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে।

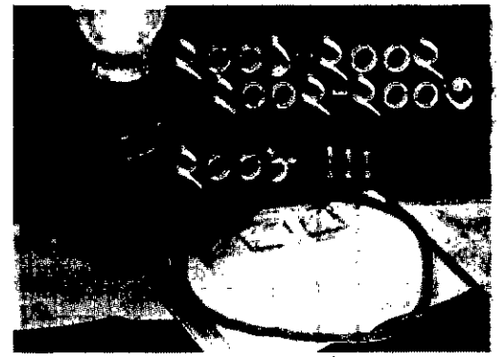

মুক্তিযুদ্ধের সময়টিতে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম একেবারে স্থবির হয়ে পড়ে। ফলে ১৯৭১ সালে হানাদারদের অবরুদ্ধ বাংলাদেশে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কোন পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে স্বভাবতই শিক্ষা কার্যক্রম এবং পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রবল চাপ পড়ে। একটির পর একটি এসএসসি, এইচএসসি, ডিগ্রি, মাস্টার্স এবং মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। একবার পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা, পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করে পিছিয়ে দেয়া, পরীক্ষার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে শিক্ষক ধর্মঘট, পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে ছাত্র ধর্মঘট এবং স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অস্থিরতার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ১৯৭২ সাল থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে সেশনজটের সর্বনাশা মহড়া শুরু হয়। ছয় মাস, নয় মাস কিংবা এক-দেড় বছরের সেশনজট চলতে থাকে বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-একটি শিক্ষাবর্ষে। তা সত্ত্বেও ১৯৭৫ সাল থেকে এসএসসি, ১৯৭৭ সাল থেকে এইচএসসি এবং ১৯৭৯ সাল থেকে ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষা ষাটের দশকের মতো যথাক্রমে একই বছরের মার্চ-এপ্রিল, মে-জুন ও জুলাই-আগস্ট মাসে গ্রহণ করার একটি ধারার সূচনা ঘটে।

১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ডিগ্রি স্তরের পরীক্ষাসমূহের দায়িত্বভার এর ওপর বর্তায়। কিন্তু শুরু থেকেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশে খামখেয়ালিপনার পরিচয় দিয়ে আসছে। ২-৩ বার আকস্মিক পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন, ৬ মাস ধরে ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার ৮-৯ মাস পর ফল প্রকা নানাবিধ ঢিলেমি, অদক্ষতা, অব্যবস্থা ও খামখেয়ালি কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টি জনগণের আস্থা অনেকটা হা ফেলেছে। আর এসবের ফলে ডিগ্রি পাসকোর্সে বর্তমানে দুই বছরের সেশনজটের মাশুল গুনতে হচ্ছে লাখ শিক্ষার্থীসহ গোটা জাতিকে।

এইচএসসি পাসের পর ডিগ্রি স্তরে অনার্স পড়লে অপেক্ষাকৃত বেশি লাগে এবং পাসকোর্স পড়লে শিগগির সম্পন্ন করা যায় এ ধারণা থেকে অনেক শিক্ষার্থী পাস পড়ার প্রতি আগ্রহী হয়। ২০০৩ সালে যে শিক্ষার্থীটি এইচএ পাস করে তিন বছর মেয়াদি পাসকোর্সে ভর্তি হয়েছে, ২ সালে তার ডিগ্রি পাস করার কথা। কিন্তু পাস করবে তো কথা, ২০০৮ সালের মে মাস গত হতে চললেও আজ পর্যন্ত পরীক্ষাই অনুষ্ঠিত হয়নি!! অনেক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের পাসকোর্স এখন গলার ফাঁস হয়ে দেখা দিয়েছে।

এখানে আর একটি উদাহরণ দিলে সেশনজটের ভয়াবহতা ব আঁচ করা যাবে। একজন শিক্ষার্থী ২০০৫ সালে এইচএসসি করে। টানা ৮ মাস ঘরে বসে থাকার পর ২০০৬ সালের মে কলেজে সে প্রথম বর্ষ স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হয়। ২০০৭ স ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে জুন মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে যথারীতি সে ফরম করে। ওর পরীক্ষা শুরু হয় ৩১ মার্চ, ২০০৮। অবাক হ মতো বিষয় হল— প্রথমবর্ষে মাত্র ৪০০ নম্বরের পরীক্ষার সুদীর্ঘ ১১ মাস একটানা সে শ্রেণীকক্ষের বাইরে। এ প্রথমবর্ষ, দ্বিতীয়বর্ষ এবং তৃতীয় বা শেষবর্ষে মোট ২টি অযথাই চলে যাচ্ছে পাসকোর্সের প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবন থে সময়ের সঙ্গে অভাবনীয় পরিমাণ মেধা এবং অর্থেরও অপচয় প্রতিবছর।

এ পরিস্থিতির অবসান হওয়া দরকার। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় করলেই পাসকোর্সের প্রতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আ ফিরিয়ে আনতে পারে। রাতারাতি কোন পরিবর্তন আনা নয়। তবে আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা এবং চেষ্টা থাকলে অনেক করা যায়। এমন দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে পাকিস্তান আমলে, যুদ্ধ বাংলাদেশে এবং স্বৈরশাসনামলেও প্রত্যক্ষ করা গেছে।

বিমল সরকার : *কলেজ শিক্ষক*